যায়যায়দিন

তারিখ 16 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

কিশোরগঞ্জে ৪ পাঠাগারের বই নিয়ে বিপাকে প্রশাসন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের অস্তিত্বহীন চারটি পাঠাগারের নামে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র থেকে পাওয়া ২২ হাজার টাকা মূল্যের বই নিয়ে বিপাকে পড়েছে জেলা প্রশাসন। বইগুলো কি করা হবে- এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের কোনো সিদ্ধান্ত না থাকায় প্রায় সাত মাস ধরে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে বইগুলো।

জেলা প্রশাসনের একটি সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জের চারটি পাঠাগারের নামে গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর ৩৭ হাজার টাকা মূল্যের বই পাঠানো হয়। এর মধ্যে কিশোরগঞ্জ জেলা পাবলিক লাইব্রেরির নামে ১৫ হাজার টাকার বই, রেল স্টেশন রোডের গ্রামউক মহিলা উন্নয়ন গ্রন্থাগার মারিয়া এলাকার সাহসী পাড়াগণ পাঠাগার, দানা পাটুলী এলাকার সাবলসুন প্রয়াসী যুব পাঠাগার ও বগাদিয়ার (বিন্নগাও) কাইডস সাইন্স একাডেমি প্রত্যেক লাইব্রেরির জন্য পাচ হাজার টাকা মূল্যের বই পাঠানো হয়। পরে জেলা পাবলিক লাইব্রেরি জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকার বই বুঝে নিলেও বাকি চারটি পাঠাগার থেকে কেউ বই নিতে আসেননি। এ ব্যাপারে এডিসি (শিক্ষা ও উন্নয়ন) আবদুল জলিল জানান, জেলা প্রশাসন থেকে এ চারটি পাঠাগারের নামে চিঠি পাঠালেও তাদের কেউ বই নিতে আসেনি। পরে জেলা সরকারি গণ গ্রন্থাগারের জুনিয়র লাইব্রেরিয়ানের মাধ্যমে তদন্ত করে এ চারটি পাঠাগারের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

চারটি পাঠাগারের অস্তিত্ব না পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পাবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক মু আ লতিফ বইগুলো জেলা পাবলিক লাইব্রেরির নামে বরাদ্দ দেয়ার জন্য আবেদন করলে জেলা প্রশাসন থেকে গত ১৭ জুলাই জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালকের কাছে মতামত চেয়ে চিঠি দেয়া হয়। এডিসি আবদুল জলিল জানান, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক মাহমুদুর রহমানের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বললে তিনি জানিয়েছেন, মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পেলেই বিষয়টির সুরাহা হবে এবং শিগগিরি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে।